নারীর ক্ষমতায়নে ঘূর্ণায়মান নির্বাচন পদ্ধতির ভূমিকা ও চ্যালেঞ্জ

(The Role and Challenges of the Rotational Electoral System in Women's Empowerment)

সৈয়দা লাসনা কবীর[১]
মোহাম্মদ ঈসা ইবনে বেলাল[২]

ARTICLE INFO

Article history
Date of Submission: 24-04-2025
Date of Acceptance: 28-04-2025
Date of Publication: 24-11-2025

Keywords: *Rotational Election System, Women's Political Participation, Local Governance, Critical Mass Theory, Gender and Politics*

ABSTRACT

Following the July Revolution, the Local Government Reform Commission put forth a proposal of a rotational election system aimed at enhancing women's empowerment through the promotion of their political engagement in local government elections. This study aims to investigate the barriers that impede the empowerment of women via reserved seats to conduct a critical analysis of the proposal for a rotational election system. The research identified that the roots of the difficulties faced by women in local government elections can be traced to three main factors: namely, the glass ceiling, the distinction between representation and participation, and the contrast between descriptive and substantive roles. The research advocates for the designation of 33% of positions within the rotational election framework to be reserved for women. This is due to the principles of critical mass theory, which suggest that women's increased participation in local government will enhance their capacity to challenge the patriarchal framework within the political sphere.

সারসংক্ষেপ

চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানের পর স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন একটি ঘূর্ণায়মান নির্বাচন ব্যবস্থা প্রস্তাব করেছে, যার উদ্দেশ্য স্থানীয় সরকার নির্বাচনে নারীদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বাড়ানো এবং তাদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা। এই গবেষণার লক্ষ্য হলো সংরক্ষিত আসনের মাধ্যমে নারীদের ক্ষমতায়নে যে বাধাগুলো দেখা দেয় তা চিহ্নিত করা এবং ঘূর্ণায়মান নির্বাচন ব্যবস্থার

[১] অধ্যাপক, লোকপ্রশান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
[২] প্রভাষক, লোকপ্রশাসন ও সরকার পরিচালনা বিদ্যা বিভাগ, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

DOI: https://doi.org

প্রস্তাবনার বিশ্লেষণ করা। গবেষণায় দেখা গেছে, নারীরা স্থানীয় সরকার নির্বাচনে যে সমস্যার মুখোমুখি হন, তার মূল কারণ তিনটি: গ্লাস সিলিং (অদৃশ্য বাধা), প্রতিনিধিত্ব ও অংশগ্রহণের মধ্যে পার্থক্য, এবং বর্ণনামুলক ও প্রকৃত ভূমিকার ভিন্নতা। ফলে এ সকল বাধা উত্তরণের ক্ষেত্রে ঘূর্ণায়মান নির্বাচন ব্যবস্থায় ৩৩% আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত রাখা যেতে পারে। কেননা ক্রিটিক্যাল ম্যাস তত্ত্ব অনুযায়ী, সংসদে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেলে তারা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোর বিরদ্ধে আরও কার্যকরভাবে লড়াই করতে সক্ষম হবেন।

মূলশব্দ: ঘূর্ণায়মান নির্বাচন ব্যবস্থা, নারীদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, স্থানীয় সরকার, ক্রিটিক্যাল ম্যাস তত্ত্ব, লিঙ্গ ও রাজনীতি

ভূমিকা

জাতিসংঘ ১৯৭০-এর দশকের শুরু থেকেই নারীদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জোরালো প্রচারণা শুরু করে। কারণ নারীদের সমান রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ছাড়া একটি গণতান্ত্রিক সমাজ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। জাতিসংঘের মতে, নারী-পুরুষের মধ্যে যে বৈষম্য রয়েছে, তা শুধু সামাজিক উন্নয়ন নয়, বরং রাষ্ট্রীয় সুশাসনের ক্ষেত্রেও এক বড় বাধা হিসেবে কাজ করে (United Nations, 1995)। ফলে নারীর প্রতি বৈষম্য দূর করা এবং তাদের রাজনৈতিক পরিসরে সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করাকে উন্নয়ন ও সুশাসনের অন্যতম পূর্বশর্ত হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই প্রসঙ্গে Panday, (2013) উল্লেখ করেন, যদি নারীরা রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত গ্রহণের গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ করতে না পারে, তবে তা রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তের বৈধতা বা গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রে সংকট তৈরি করবে। অর্থাৎ যদি দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক অংশ নারীরা, নীতিনির্ধারণ প্রক্রিয়া থেকে বাদ পড়ে যায়, তবে সেই সিদ্ধান্তের গ্রহণযোগ্যতা ও কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়। একইভাবে রুল ও যিমারমান (Rule and Zimmerman, 1994) বলেন, জাতীয় সংসদের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে নারীদের প্রতিনিধিত্ব কম থাকলে তা তিন ধরনের গুরুতর সমস্যা সৃষ্টি করে। প্রথমত, জবাবদিহিতার অভাব দেখা দেয়, কারণ সমাজের সব শ্রেণির কণ্ঠস্বর নীতিনির্ধারণে প্রতিফলিত হয় না। দ্বিতীয়ত, উন্মুক্ততার ঘাটতি দেখা দেয়, যা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে দুর্বল করে তোলে। তৃতীয়ত, বিচ্ছিন্নতা তৈরি হয়, যেখানে নারীরা সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হওয়া সত্ত্বেও রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অনুপস্থিত থেকে যান, ফলে তাদের প্রকৃত সমস্যা, চাহিদা ও দাবি রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় প্রতিফলিত হয় না। এ বিষয়ে লিস্টার (Lister, 1997) উল্লেখ করেন, যেহেতু নারীর স্বার্থ, চাহিদা এবং অভিজ্ঞতা পুরুষের থেকে আলাদা, তাই নীতিনির্ধারণী প্রতিষ্ঠান ও প্রক্রিয়ায় নারীদের পুরুষের সমান প্রতনিধিত্ব নিশ্চিত করা সুশাসনের অপরিহার্য অংশ।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দেখা যায়, ২০২২ সালের জনশুমারি অনুযায়ী, নারীরা জনসংখ্যার হিসেবে পুরুষদের তুলনায় বেশি। ফলে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য নারীর ক্ষমতায়ন ও রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ অপরিহার্য। নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো স্থানীয় সরকার নির্বাচন, যা নারীদের জন্য নেতৃত্ব বিকাশের সুযোগ তৈরি করে। বাংলাদেশে নারীর রাজনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করতে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনের বিধান চালু করা হয়েছে স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ (১৯৭৬) মাধ্যমে। ১৯৯৭ সালে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) (দ্বিতীয় সংশোধনী) আইন ১৯৯৭ এর মাধ্যমে নারীদের সংরক্ষিত আসনে সরাসরি

নির্বাচনের বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু বাস্তবে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন তাদের কতটুকু রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন করেছে, তা নিয়ে এখনো প্রশ্ন থেকে যায়। কারণ দেখা যায়, নারীরা স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় প্রকৃত ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ পান না। তারা রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক নানা সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন হন। পুরুষতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতি, সামাজিক ও পারিবারিক বাধা, অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা, প্রশাসনিক দুর্বলতা, নির্বাচনী সহিংসতা ও হয়রানি, দলীয় নিয়ন্ত্রণ ও স্বাধীনভাবে কাজ করতে না পারার মতো নানা সমস্যার কারণে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন এখনো প্রতীকী পর্যায়ে সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে (Panday, 2013)।

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক চব্বিশের গণঅভ্যুত্থান দেশের জন্য ব্যাপক সংস্কারের এক ঐতিহাসিক সুযোগ সৃষ্টি করেছে। ইতোমধ্যে রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্তরে পরিবর্তন আনতে ১১টি সংস্কার কমিশন গঠন করা হয়েছে, যার মধ্যে স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন ও নির্বাচন কমিশন নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব উত্থাপন করেছে। স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশনের মতে, বাংলাদেশের সংবিধানের ২৮(২) ধারায় নারী-পুরুষের সমান অধিকার এবং ২৮(৪) ধারায় নারীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ রয়েছে। এই সাংবিধানিক বিধানকে ভিত্তি করে স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন প্রস্তাব করেছে যে বর্তমানে প্রচলিত সংরক্ষিত নারী আসন ব্যবস্থা বিলুপ্ত করে স্থানীয় পরিষদের এক-তৃতীয়াংশ ওয়ার্ড ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে নারীদের জন্য সংরক্ষিত রাখার, যেন নারীরা সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে স্থানীয় সরকারে প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন (স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন, ২০২৫)।

তবে বাংলাদেশে ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে নারীদের জন্য আসন সংরক্ষণের ধারণাটি এই প্রথম আলোচিত হচ্ছে, এবং এই বিষয়টিকে ঘিরে এখনও পর্যন্ত কোনো ধরনের গবেষণামূলক কাজ, নীতিগত বিশ্লেষণ বা একাডেমিক আলোচনা সম্পন্ন হয়নি। ফলে এই গবেষণা প্রবন্ধটি দেশের রাজনৈতিক ও স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় ঘূর্ণায়মান পদ্ধতির সম্ভাবনা, উপযোগিতা ও চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে একটি মৌলিক ধারণা প্রদানে সক্ষম হবে।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে নারীর অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্ব নিয়ে পূর্বে যেসব গবেষণা হয়েছে, সেগুলো মূলত সংরক্ষিত আসনের প্রয়োজনীয়তা, রাজনৈতিক দলের ভূমিকা, এবং নারীর অংশগ্রহণের প্রতিবন্ধকতা নিয়ে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু সংরক্ষিত আসনের বরাদ্দের ক্ষেত্রে ঘূর্ণায়মান পদ্ধতির কার্যকারিতা, এর ইতিবাচক দিক ও সীমাবদ্ধতা বিষয়ে কোনো গবেষণা নেই।

তাছাড়া বর্তমানে প্রচলিত সংরক্ষিত নারী আসন ব্যবস্থায় নারীরা রাজনৈতিক, সামাজিক, ও প্রশাসনিক যেসব চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হন, সেগুলো ঘূর্ণায়মান পদ্ধতি কতটুকু সমাধান করতে পারবে, সে প্রশ্নের উত্তর এখনও অজানা। একইসঙ্গে, এই নতুন পদ্ধতির মাধ্যমে নারীরা কী ধরনের সুযোগ ও ক্ষমতায়নের পরিবেশ পাবেন, আর কী ধরনের নতুন চ্যালেঞ্জ আসতে পারে, তা নিয়েও কোনো গবেষণা নেই।

এই পরিপ্রেক্ষিতে, এই গবেষণা প্রবন্ধটি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নারীদের জন্য ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে আসন সংরক্ষণের ধারণা উপস্থাপন ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটি বড় গবেষণাশূন্যতা পূরণ করবে। এটি শুধুমাত্র তাত্ত্বিকভাবে নয়, বরং নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলতে নীতিনির্ধারকদের জন্য প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনাও প্রদান করবে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য তিনটি-

১. বর্তমানে প্রচলিত সংরক্ষিত নারী আসন ব্যবস্থায় নারীরা যে রাজনৈতিক, সামাজিক, ও প্রশাসনিক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হন, ঘূর্ণায়মান পদ্ধতি কতটা কার্যকরভাবে সেই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করতে পারবে তা বিশ্লেষণ করা।

২. ঘূর্ণায়মান পদ্ধতির মাধ্যমে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হলে, তারা কী ধরনের নতুন সুযোগ ও সুবিধা পাবেন, তা চিহ্নিত করা।

৩. ঘূর্ণায়মান পদ্ধতি বাস্তবায়নের ফলে নারীদের সামনে কী কী নতুন ধরনের চ্যালেঞ্জ দেখা দিতে পারে, তার গভীর বিশ্লেষণ করা।

তাত্ত্বিক কাঠামো

নারীর রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক ভিত্তি হলো "ক্রিটিক্যাল ম্যাস থিওরি"। এই তত্ত্ব অনুসারে, রাজনৈতিক কিংবা নীতিনির্ধারণী প্রতিষ্ঠানে নারীদের উপস্থিতি যদি একটি নির্দিষ্ট মাত্রা (সাধারণত ৩০% বা তার বেশি) অতিক্রম করে, তবে তারা কেবল প্রতীকী উপস্থিতি হিসেবে নয়, বরং বাস্তব সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নীতিনির্ধারণে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হন। Kanter (1977) তাঁর কর্মক্ষেত্রে নারীদের উপস্থিতি ও ভূমিকা পর্যালোচনা করে দেখান, সংখ্যাগত সাম্যতার অভাবে নারীরা 'টোকেন' হিসেবে বিবেচিত হন অর্থাৎ তারা কেবলমাত্র নিজেদের লিঙ্গ পরিচয়ের প্রতিনিধিত্ব বহন করে, এবং তারা নীতি-নির্ধারণে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারেন না। তিনি বলেন, একটি দলে সংখ্যায় যারা অধিক, তারা ওই দলের সংস্কৃতি নিয়ন্ত্রণ করে; পক্ষান্তরে যারা সংখ্যালঘু, তারা দলীয় গতিশীলতায় প্রায়শই উপেক্ষিত ও প্রান্তিক হয়ে পড়েন। ফলে তাদের ওপর পড়ে অতিরিক্ত কর্মদক্ষতার চাপ, একাকিত্বের চাপ, এবং নারী-ভিত্তিক স্টেরিওটাইপিকাল ভূমিকায় আটকে পড়ার প্রবণতা দেখা যায়।

Kanter নারীদের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে দলের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক এবং নেতৃত্ব বিকাশে সম্ভাব্য পরিবর্তনের পূর্বাভাস দেন। তাঁর মতে, যখন টোকেন নারীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ে, তখন তারা পারস্পরিক জোট গঠনের ক্ষমতা অর্জন করেন এবং দলের সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হন। এই পর্যায়কে তিনি tilted group হিসেবে বর্ণনা করেন, যেখানে নারীরা ৩০% বা ৪০% অনুপাতে প্রতিনিধিত্ব করেন এবং তাদের মধ্যে বৈচিত্র্য ও স্বতন্ত্রতা দেখা দেয়। Dahlerup (1988) এই ধারণাকে প্রসারিত করে বলেন, নারীরা যখন সংখ্যায় ১৫% থেকে ৪০% অনুপাতে উপস্থিত থাকেন, তখন তাদের মধ্যে শক্তিশালী জোট গড়ে তোলার প্রবণতা দেখা যায়, যা নীতিগত পরিবর্তনের সম্ভাবনাকে ত্বরান্বিত করে। Dahlerup যদিও Kanter-এর তুলনায় তুলনামূলক বেশি নমনীয়তা দেখান এবং ৩০%-কে একটি গুরুত্বপূর্ণ 'cut-off point' হিসেবে চিহ্নিত করেন, তথাপি তিনি স্বীকার করেন যে নারীদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন কেবল সংখ্যার উপর নির্ভর করে না, বরং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, সামাজিক মনোভাব এবং রাজনৈতিক সংস্কৃতি এই সবগুলো মিলিয়েই এর সাফল্য নির্ধারিত হয়।

এই তাত্ত্বিক কাঠামোর আলোকে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, স্থানীয় সরকার ও জনপ্রতিনিধিত্বে নারীদের টোকেন হিসেবে বিবেচনা করার প্রবণতা

এখনো বিদ্যমান। যদিও সংরক্ষিত নারী আসনের মাধ্যমে নারীদের প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু তারা এখনো প্রকৃত রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় একীভূত হতে পারছেন না। ফলে, স্থানীয় প্রশাসনে টেকসই নারীনেতৃত্ব গড়ে তুলতে এবং পুরুষতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে চ্যালেঞ্জ জানাতে নারীদের সংখ্যাগত ও গুণগত উপস্থিতি উভয়ই বাড়ানো জরুরি।

এই পটভূমিতে, এই গবেষণা 'ক্রিটিক্যাল মস থিওরি'-কে একটি তাত্ত্বিক ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে পর্যালোচনা করছে, কীভাবে ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে সংরক্ষিত আসনব্যবস্থা নারীদের জন্য ৩৩% অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারে এবং নারীদের প্রতীকী প্রতিনিধিত্বের গণ্ডি অতিক্রম করে কার্যকর নীতিনির্ধারণে পৌঁছানোর সুযোগ সৃষ্টি করে। এটি বাংলাদেশে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক, প্রতিনিধিত্বশীল এবং গণতান্ত্রিক স্থানীয় সরকার গঠনের পথনকশা নির্ধারণে সহায়ক হতে পারে।

গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণায় গুণগত (Qualitative) গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। কারণ এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নারীদের জন্য ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে আসন সংরক্ষণের ধারণা, সম্ভাবনা, সুফল এবং চ্যালেঞ্জ বিশ্লেষণ করা। গুণগত পদ্ধতি গবেষণার বিষয়বস্তু অনুযায়ী সবচেয়ে উপযুক্ত। কারণ এটি গবেষণার প্রেক্ষাপটে থাকা জটিল সামাজিক, সাংগঠনিক ও নীতিগত বাস্তবতা অনুধাবনে সহায়ক।

তথ্য সংগ্রহে এই গবেষণায় প্রাথমিক এবং দ্বৈতীয়িক উভয় ধরনের তথ্যসূত্র ব্যবহার করা হয়েছে। একদিকে যেমন নীতিমালা, প্রতিবেদন, সংবিধান, কমিশনের সুপারিশ ও গবেষণাপত্রসমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে, অন্যদিকে কী-ইনফর্ম্যান্ট ইন্টারভিউ (Key Informant Interview: KII)-ও পরিচালনা করা হয়েছে।

গবেষণাটিতে, স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশনের দুইজন সদস্যের সঙ্গে কী-ইনফর্ম্যান্ট ইন্টারভিউ (KII) নেওয়া হয়েছে, যাঁরা সরাসরি সংরক্ষিত আসন সংস্কার ও ঘূর্ণায়মান পদ্ধতির সুপারিশ প্রণয়নের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই ইন্টারভিউগুলো থেকে প্রাপ্ত প্রাসঙ্গিক মতামত ও বিশ্লেষণ এই গবেষণাকে বাস্তবভিত্তিক ও নীতিনির্ধারণমূলক আলোচনায় আরও সমৃদ্ধ করেছে।

গবেষণার জন্য যেসব মাধ্যমিক তথ্যসূত্র ব্যবহৃত হয়েছে, তা নিম্নরূপ:

১. আইনি ও নীতিগত দলিলপত্র, যেমন- বাংলাদেশ সংবিধান, স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন, পৌরসভা ও উপজেলা) আইন, জাতীয় মহিলা উন্নয়ন নীতি, নির্বাচন কমিশনের প্রতিবেদন, স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশনের সুপারিশপত্র।

২. গবেষণা প্রতিবেদন ও বিশ্লেষণধর্মী লেখাসমূহ, যা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা, এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার দ্বারা প্রকাশিত।

৩. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা, যেমন- জাতিসংঘ, ইউএন উইমেন, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা এবং বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনের প্রতিবেদন।

৪. সংবাদ মাধ্যম, যেমন- জাতীয় দৈনিক পত্রিকা, অনলাইন নিউজ পোর্টাল, ম্যাগাজিন, এবং বৈদেশিক সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রাসঙ্গিক প্রতিবেদন ও মতামত।

৫. নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন, প্রতিনিধিত্বমূলক রাজনীতি, সংরক্ষিত আসন পদ্ধতি, এবং নির্বাচন ব্যবস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত তাত্ত্বিক লেখাসমূহ।

তথ্য বিশ্লেষণের জন্য বিষয়ভিত্তিক বিশ্লেষণ (Thematic Analsis) পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। এখানে বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারীর অন্তর্ভুক্তি এবং প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্য ঘূর্ণায়মান আসন সংরক্ষণ ব্যবস্থা কীভাবে কার্যকর হতে পারে এবং কী কী চ্যালেঞ্জ এর মুখোমুখি হতে পারে, তা গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ফলাফল

বাংলাদেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীদের অবস্থা

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং তাদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের পূর্বে দেশের নারীদের বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে একটি সমন্বিত পর্যালোচনা প্রয়োজন। বিশেষ করে নারীদের শিক্ষা, কর্মসংস্থান, সামাজিক নিরাপত্তা, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, এবং সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কিত বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ছাড়া নারীর টেকসই ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। স্থানীয় সরকারে নারীর অংশগ্রহণের বিষয়টি কেবল একটি প্রশাসনিক উদ্যোগ নয়, বরং এটি নারীর সামগ্রিক উন্নয়ন, সমাজে নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা, এবং গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

বাংলাদেশে নারীদের শিক্ষাক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি পরিলক্ষিত হলেও কর্মসংস্থান ও রাজনৈতিক অংশগ্রহণে তাদের সংখ্যা এখনও সীমিত। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (BBS) তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে নারীদের সাক্ষরতার হার ৭৫.৮%। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মেয়েদের ভর্তি হার ছেলেদের সমান বা কিছু বেশি হলেও, উচ্চশিক্ষা এবং চাকরিতে তারা অনেক পিছিয়ে। বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (BANBEIS) ২০১৯ সালের তথ্য অনুযায়ী, উচ্চমাধ্যমিকে ছাত্রীর হার (একাদশ-দ্বাদশ) ৪৬.৯৭%, ডিগ্রিতে ৪১.৩৯% এবং স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে ৩৬.০৭%। এই অবস্থার পেছনে বাল্যবিবাহ একটি প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ব্র্যাকের সামাজিক ক্ষমতায়ন ও আইনি সুরক্ষা কর্মসূচির ২৭টি জেলায় পরিচালিত জরিপের তথ্য অনুযায়ী, এসব জেলায় ৪৪.৭% মেয়ে বাল্যবিবাহের শিকার হয়। বাল্যবিবাহের ফলে মেয়েরা শিক্ষাজীবন থেকে ঝরে পড়ে, যা তাদের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জনে বাধা সৃষ্টি করে।

অর্থনৈতিক খাতে নারীদের অংশগ্রহণ সীমিত, যা তাদের আর্থিক স্বনির্ভরতা নিশ্চিতের পথে বড় বাধা। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (ILO) ২০১৯ সালের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণের হার ৩৮%। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সর্বশেষ ২০১৬-১৭ সালের শ্রমশক্তি জরিপে নারী অংশগ্রহণের হার ৩৬.৩%। কর্মক্ষেত্রে নারীরা প্রায় ৩০% কম বেতন পান, যা লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যের স্পষ্ট প্রমাণ। যদিও বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীদের জন্য সুযোগ তৈরি করছে, তবুও সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে বৈষম্যের কারণে তারা পিছিয়ে রয়েছে। নারীদের শিক্ষাক্ষেত্রে যে অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে, সেটি যদি শ্রমবাজারে তাদের প্রবেশের ক্ষেত্রে প্রতিফলিত না হয়, তাহলে সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়।

বাংলাদেশে নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে সহিংসতা

বাংলাদেশে নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে সহিংসতা একটি গুরুতর সামাজিক সমস্যা, যা প্রতিনিয়ত ধর্ষণ, যৌন নিপীড়ন, হত্যা, আত্মহত্যা, এবং শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের মাধ্যমে প্রকাশ পাচ্ছে। সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, কন্যাশিশু ও নারীরা ভয়াবহ মাত্রায় সহিংসতার শিকার হচ্ছে। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালে দেশে মোট ২,৯৩৭টি নারী নির্যাতনের ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে। এর মধ্যে ১,৩৫১ জন কন্যাশিশু এবং ১,৫৮৬ জন নারী বিভিন্ন ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। ধর্ষণের শিকার হয়েছেন ৬৩৯ জন নারী ও শিশু, যার মধ্যে ৪৩১ জন কন্যাশিশু এবং ২০৮ জন নারী। তদুপরি, ১৪০ জন নারী দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হয়েছেন, এবং ৩৪ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে (বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, ২০২৩)।

আইন ও সালিশ কেন্দ্র (ASK)-এর প্রতিবেদনে উঠে এসেছে, ২০২৪ সালে বাংলাদেশে ৪০১ জন নারী ধর্ষণ ও দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। বাংলাদেশ পুলিশের বার্ষিক অপরাধ পরিসংখ্যানেও নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে অপরাধের উচ্চহার লক্ষ করা যায়, যা দেশের সামগ্রিক নিরাপত্তা পরিস্থিতির জন্য উদ্বেগজনক (ASK, 2024; বাংলাদেশ পুলিশ, ২০২৪)। কন্যাশিশুদের বিরুদ্ধে সহিংসতার ঘটনাও বেড়েছে। বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৪ সালে ধর্ষণের পর ৮১ জন কন্যাশিশুকে হত্যা করা হয়েছে, এবং ১৩৩ জন কন্যাশিশু ধর্ষণের পর আত্মহত্যা করেছে (বাংলাদেশ পুলিশ, ২০২৪)। এই পরিসংখ্যান সমাজের গভীরে প্রোথিত লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার একটি নির্মম প্রতিচিত্র তুলে ধরে।

বাংলাদেশে পারিবারিক সহিংসতার প্রধান কারণ হিসেবে যৌতুককে বিবেচনা করা হয়। জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি (BNWLA)-এর ২০২৪ সালের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ২০২৪ সালে যৌতুকের শিকার হয়েছেন ৭৭ জন নারী, যার মধ্যে ৬৩ জনকে হত্যা করা হয়েছে। এটি স্পষ্ট করে যে, অর্থনৈতিক ও পারিবারিক চাপে নারীরা এখনও চরম নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। এ ধরনের অপরাধের মূল কারণ বিচারহীনতা, সামাজিক কুসংস্কার, এবং নারীদের প্রতি বৈষম্যমূলক মনোভাব।

নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ কেন গুরুত্বপূর্ণ

রাজনীতি একটি রাষ্ট্রের অন্যতম ভিত্তি, যেখানে নীতি নির্ধারণ, আইন প্রণয়ন, এবং রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয়। নারীদের উপর চলমান বৈষম্য ও নির্যাতন প্রতিরোধে রাজনীতিতে তাদের সক্রিয় ভূমিকা পালন করার সুযোগ তৈরি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে দীর্ঘদিন ধরে রাজনীতির পরিসরে নারীদের অংশগ্রহণ সীমিত ছিল, যা সমাজে একধরনের লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যের জন্ম দিয়েছে (Momen, 2014)। নারীদের রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ কেবল নারীদের উন্নতির জন্য নয়, বরং একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক, সমৃদ্ধ, ও টেকসই সমাজ গঠনের জন্য অপরিহার্য।

নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের অন্যতম প্রধান কারণ হলো রাষ্ট্রের সর্বস্তরে তাদের ন্যায্য প্রতিনিধিত্ব ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা। নারীরা সমাজের অর্ধেক জনগোষ্ঠী, কিন্তু আমাদের দেশে তারা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় যথেষ্ট ভূমিকা রাখতে পারেন না। তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হলে ন্যায়বিচার ও সমতার নীতিগুলো আরও শক্তিশালীভাবে কার্যকর হবে (Akhter Mahmud, 2021)। একজন নারী রাজনীতিবিদ নারীদের প্রয়োজন ও সমস্যা সম্পর্কে সচেতন থাকেন এবং সেই

অনুযায়ী নীতি প্রণয়ন করতে পারেন। ফলে নারীদের জন্য উপযুক্ত আইন ও সুযোগ তৈরি হয়, যা সমাজের সার্বিক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

গণতন্ত্রের প্রকৃত রূপ কেবল তখনই প্রতিষ্ঠা পায়, যখন সমাজের সব স্তরের মানুষ এতে অংশগ্রহণের সমান সুযোগ পান। নারীদের রাজনীতিতে অন্তর্ভুক্ত করা মানে শুধু তাদের ক্ষমতায়ন নয়, বরং এটি একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক গণতন্ত্রের ভিত্তি গঠনের গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। রাজনৈতিক সমতা প্রতিষ্ঠিত হলে আইন ও নীতি নির্ধারণে নারীদের অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গি যুক্ত হবে, যা একটি ভারসাম্যপূর্ণ প্রশাসনিক কাঠামো গঠনে সহায়ক হবে। এছাড়া গবেষণায় দেখা গেছে, যেখানে নারীরা নেতৃত্বে থাকেন, সেখানে দুর্নীতি কম হয় এবং প্রশাসনিক কার্যক্রম অধিক কার্যকর হয় (Akhter Mahmud, 2021)।

নারীদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ নারীবান্ধব নীতি প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সমাজে নারীরা বিভিন্ন ধরনের বৈষম্য ও সমস্যার সম্মুখীন হন, যা অনেক সময় পুরুষ নেতৃত্ব যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারে না। নারীদের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, কর্মসংস্থান, মাতৃত্বকালীন সুবিধা, এবং পারিবারিক নিরাপত্তার মতো বিষয়গুলোতে সঠিক নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য তাদের রাজনৈতিক উপস্থিতি প্রয়োজন (Panday, 2013)। নারীর অধিকার রক্ষায় শক্তিশালী আইন প্রণয়ন ও তার কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হলে নারী-নেতৃত্ব প্রয়োজন। বিশেষ করে নারী নির্যাতন, যৌন হয়রানি, এবং পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য নারীদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) অর্জনের জন্য লিঙ্গসমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন একটি অত্যাবশ্যকীয় শর্ত। জাতিসংঘের গবেষণায় দেখা গেছে, নারীদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন কোনো সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। নারীদের নেতৃত্ব শুধুমাত্র তাদের নিজস্ব উন্নতির জন্য নয়, বরং এটি সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, পরিবেশগত স্থিতিশীলতা, এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নারীরা যখন নেতৃত্ব দেন, তখন স্বাস্থ্য, শিক্ষা, এবং সামাজিক কল্যাণ খাতে আরও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়, যা একটি দেশের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নে সহায়ক হয়।

নারীদের প্রতি সামাজিক বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। যুগ যুগ ধরে নারীরা সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছেন, যার মধ্যে শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সীমিত সুযোগ, পারিবারিক ও সামাজিক বিধিনিষেধ, এবং লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা অন্যতম। নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হলে এসব বৈষম্য হ্রাস করা সম্ভব। নারী প্রতিনিধিরা বৈষম্য রোধে আইন প্রণয়ন এবং তা কার্যকর করার মাধ্যমে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারেন। এছাড়া নারীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেলে পরিবার ও সমাজে তাদের মর্যাদা ও প্রভাব বৃদ্ধি পায়।

গবেষণায় দেখা গেছে, স্থানীয় সরকার ও ইউনিয়ন পরিষদে নারীদের অংশগ্রহণ উন্নয়ন কার্যক্রমে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। যেখানে নারী জনপ্রতিনিধিরা সক্রিয় থাকেন, সেখানে শিক্ষার হার বৃদ্ধি পায়, স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নত হয়, এবং দারিদ্র্যের হার হ্রাস পায় (Akhter Mahmud, 2021)। বিশেষ করে গ্রামীণ ও স্থানীয় পর্যায়ে নারী-নেতৃত্ব থাকলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। নারীরা

যখন প্রশাসনিক দায়িত্বে থাকেন, তখন তারা জনগণের চাহিদা অনুযায়ী কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন, যা জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে সহায়তা করে।

স্থানীয় সরকারে নারীদের বর্তমান অবস্থান

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারীদের অংশগ্রহণ গত কয়েক দশকে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেলেও এটি এখনও সীমিত। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা গ্রামাঞ্চলে তিন স্তরবিশিষ্ট (ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ এবং জেলা পরিষদ) এবং শহরাঞ্চলে দুই স্তরবিশিষ্ট (পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন) যেখানে প্রতিটি স্তরেই নারীদের প্রতিনিধিত্ব বিভিন্ন আইনি কাঠামোর মাধ্যমে নিশ্চিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে বাস্তবতা হলো, এখনও নারীরা স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নেতৃত্বের শীর্ষ পদগুলোতে খুব কম উপস্থিতি রাখে, যা রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিবেচিত হয়।

চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানের পূর্বে, বাংলাদেশের ৪,৪৮০টি ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে মাত্র ৪৫ জন নারী চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন, যা মোট চেয়ারম্যানের মাত্র ১ শতাংশ। যদিও ইউনিয়ন পরিষদে সংরক্ষিত আসনের মাধ্যমে নারীদের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তবে চেয়ারম্যান পদে তাদের সংখ্যা এখনও নগণ্য। উপজেলা পরিষদের ক্ষেত্রে প্রতিটি উপজেলায় একজন চেয়ারম্যান ও দুইজন ভাইস-চেয়ারম্যান থাকেন, যেখানে একজন নারী ভাইস চেয়ারম্যান থাকা বাধ্যতামূলক। ফলে, ৪৯৫টি উপজেলাতেই একজন করে নারী ভাইস-চেয়ারম্যান ছিলেন, তবে চেয়ারম্যান পদে নারীদের অংশগ্রহণ খুবই কম।

জেলা পরিষদ আইন ২০০০ (সংশোধিত) অনুযায়ী, সদস্য পদে নারীদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ সংরক্ষণ থাকলেও চেয়ারম্যান পদ সংরক্ষিত নয়। ফলে অধিকাংশ জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান পুরুষ ছিলেন এবং নারীদের অংশগ্রহণ এই স্তরে অত্যন্ত সীমিত। পৌরসভাগুলোর মধ্যেও নারী মেয়রদের সংখ্যা কম। সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বাংলাদেশের ১২টি সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে মাত্র ৩ জন নারী মেয়র নির্বাচিত হয়েছিলেন।

নারীদের সংরক্ষিত আসনের চ্যালেঞ্জসমূহ

বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংরক্ষিত আসনব্যবস্থা চালু করা হলেও বাস্তবে এটি নারীদের প্রকৃত ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হচ্ছে। সংরক্ষিত আসনগুলো কেবলমাত্র অলংকার হিসেবে থেকে গেছে, যা নারীদের প্রকৃত রাজনৈতিক অংশগ্রহণের পরিবর্তে প্রতীকী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করছে। এই আসনগুলো রাজনৈতিক দলগুলোর মনোনয়নের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়, যার ফলে নারীদের গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ সীমিত হয়ে পড়ে এবং তারা স্বাধীনভাবে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ পান না ।

রাজনৈতিক দলগুলো সাধারণত সংরক্ষিত নারী আসনে মনোনয়ন প্রদানের ক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতির আশ্রয় নিয়ে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক নেতাদের স্ত্রী, কন্যা বা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়রা এই আসনগুলোতে মনোনয়ন পান, যা প্রকৃত যোগ্য নারীদের রাজনীতিতে প্রবেশের ক্ষেত্রে বড় বাধা সৃষ্টি করে । সংরক্ষিত আসন থাকার ফলে সাধারণ নির্বাচনী আসনে নারী প্রার্থীর সংখ্যা খুবই কম থাকে। এটি স্পষ্ট করে যে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন ব্যবস্থা কার্যকরভাবে তাদের মূলধারার রাজনীতিতে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারছে না (Panday, 2013; Ahmed, 2016)।

উপজেলা ও জেলা পরিষদের সংরক্ষিত নারী আসনের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা রয়েছে। এই স্তরে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন থাকলেও জনগণের সরাসরি ভোট দেওয়ার সুযাগ নেই। ফলে এই প্রক্রিয়ায় গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না এবং নির্বাচিত নারীরা সরাসরি জনতার মতামতের প্রতিফলন ঘটাতে পারেন না। এটি নারীদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের পরিবর্তে একটি সীমাবদ্ধ কাঠামো তৈরি করে, যা বাস্তবে তাদের কার্যকর ভূমিকা পালনের সম্ভাবনাকে সীমিত করে দেয় (Begum, 2022)।

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারীদের অংশগ্রহণ বাড়লেও তারা এখনও নানা সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংগঠনিক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। প্রশাসনিক কাঠামোতে দুর্বলতা, পুরুষতান্ত্রিক রাজনৈতিক পরিবেশ, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বাধা এবং অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা নারীদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নকে বাধাগ্রস্ত করছে। নারী জনপ্রতিনিধিরা অনেক ক্ষেত্রেই প্রভাববিহীন অবস্থানে থাকেন এবং রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা সীমিত থাকে ।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরে নারীদের অবস্থান এখনও শক্তিশালী নয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নারী জনপ্রতিনিধিরা শুধুমাত্র সংরক্ষিত আসনের মাধ্যমে রাজনীতিতে প্রবেশ করেন, তবে তারা মুলধারার দলীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণের সুযোগ পান না। এছাড়া, রাজনীতির পুরুষতান্ত্রিক কাঠামো নারীদের স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে। অনেক নারী জনপ্রতিনিধি দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে কোনো নীতিনির্ধারণী ক্ষমতা রাখেন না, যা স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় তাদের সক্রিয়তা সীমিত করে (Roy, Howlader & Alam, 2022)।

বাংলাদেশে নির্বাচনের সময় সহিংসতা একটি সাধারণ ঘটনা, যা নারী প্রার্থীদের জন্য বিশেষভাবে উদ্বেগজনক। নির্বাচনী প্রচারণায় নারীরা প্রতিপক্ষের দ্বারা শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হন। অনেক নারী জনপ্রতিনিধি রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের হুমকি ও সামাজিক নিরাপত্তাহীনতার কারণে তাদের ক্ষমতার যথাযথ প্রয়োগ করতে পারেন না। রাজনৈতিক সহিংসতা এবং হয়রানির ফলে অনেক নারী রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হতে নিরুৎসাহিত হন, যা তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য একটি বড় বাধা (Krook, 2017)।

বাংলাদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে নারীদের ভূমিকা এখনও প্রধানত গৃহস্থালির দায়িত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ। অনেক ক্ষেত্রে নারী জনপ্রতিনিধিদের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কাজে সম্পৃক্ত হওয়া পরিবার ও সমাজ দ্বারা নিরুৎসাহিত করা হয়। নারীদের বাইরে কাজ করার বিষয়টি এখনও অনেক পরিবারে নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখা হয়, যা তাদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণকে সীমিত করে।

যেসকল নারীরা পরিবার ও গৃহস্থালির দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি রাজনৈতিক কার্যক্রমে যুক্ত হতে চান, তাদের জন্য এই দ্বৈত ভূমিকা পালন করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। স্থানীয় সরকারে নির্বাচিত নারীদের অনেক ক্ষেত্রেই পরিবারের দায়িত্ব পালন এবং রাজনৈতিক কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় করতে হয়, যা তাদের ওপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করে

রাজনৈতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও দক্ষতার অভাব অনেক নারীর রাজনৈতিক অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি করে। নারীদের জন্য পর্যাপ্ত রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা কার্যক্রমের অভাব থাকায় তারা অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক কৌশল এবং প্রশাসনিক কার্যক্রম সম্পর্কে

অজ্ঞ থাকেন । ফলে তারা নির্বাচিত হলেও কার্যকর প্রশাসনিক ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হন (Ahmed, 2020; Prodip, 2023)।

নারী জনপ্রতিনিধিরা অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতা পান না। প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় নারী জনপ্রতিনিধিদের মতামত উপেক্ষা করা হয় এবং তাদের কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সহায়তা দেওয়া হয় না। প্রশাসনিক দুর্বলতা ও কাঠামোগত সীমাবদ্ধতার কারণে নারীরা তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারেন না।

রাজনীতিতে প্রবেশ করতে হলে অর্থনৈতিক শক্তির প্রয়োজন, যা অনেক নারী জনপ্রতিনিধির নেই। নির্বাচনি ক্যাম্পেইন পরিচালনা, জনসংযোগ বৃদ্ধি এবং রাজনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে নারীরা প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারেন না। বিশেষ করে স্বনির্ভর নারীদের জন্য রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় থাকা কঠিন হয়ে পড়ে, কারণ তাদের অর্থনৈতিক সহায়তা কম থাকে (Prodip, 2021)।

স্থানীয় সরকারে নারীদের সংরক্ষিত আসনের কাঠামোগত চ্যালেঞ্জসমূহ

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারীদের সংরক্ষিত আসন ব্যবস্থার মাধ্যমে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা হলেও এর বেশ কিছু কাঠামোগত চ্যালেঞ্জ রয়েছে। সংরক্ষিত আসন থাকার ফলে নারীদের জন্য একটি নির্দিষ্ট জায়গা বরাদ্দ থাকে, যার ফলে রাজনৈতিক দলগুলো নারীদের সাধারণ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না। এটি নারীদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের পথে একটি বড় বাধা সৃষ্টি করে, কারণ সাধারণ আসনে নির্বাচিত হওয়ার চেয়ে সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত হওয়া তুলনামূলকভাবে কম প্রতিযোগিতামূলক (Ahmed, 2016)।

নির্বাচনী এলাকার সুনির্দিষ্টতা না থাকাও একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। সাধারণ আসনে একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির নিজস্ব একটি এলাকা থাকে, যেখানে তিনি জনসংযোগ এবং উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেন (Akhter & Mahmud, 2021)। কিন্তু সংরক্ষিত আসনভুক্ত নারীদের জন্য এই সুবিধা থাকে না, কারণ তিনটি সাধারণ আসনের জন্য একটি সংরক্ষিত নারী আসন নির্ধারিত হয়। ফলে এই নারীরা স্পষ্ট কোনো নির্বাচনী এলাকা বা জনগণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ গড়ে তুলতে পারেন না, যা তাদের জনপ্রিয়তা এবং ভবিষ্যতে সাধারণ আসনে নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনাকে ক্ষীণ করে তুলে ।

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারী জনপ্রতিনিধিদের কাজের সুনির্দিষ্ট বন্টন না থাকাও আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জ। অনেক ক্ষেত্রেই সংরক্ষিত নারী জনপ্রতিনিধিদের দায়িত্ব স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত না থাকায় তারা বাস্তবে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করতে পারেন না । ফলে অনেক নারী জনপ্রতিনিধি তাদের ক্ষমতা প্রয়োগে বাধাগ্রস্ত হন এবং পুরুষ সহকর্মীদের ছায়ায় তাদের ভূমিকা সীমিত থাকে (Rahman et al., 2022)।

সংরক্ষিত নারী জনপ্রতিনিধিদের দ্বৈত প্রতিনিধিত্বের চ্যালেঞ্জও রয়েছে। যেহেতু তাদের জন্য নির্দিষ্ট একটি ভোটার এলাকা নেই, তাই তারা স্থানীয় জনগণের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক তৈরি করতে পারেন না এবং নির্বাচনের সময় তাদের জন্য জনপ্রিয়তা অর্জন কঠিন হয়ে পড়ে। এটি তাদের ভবিষ্যতে সাধারণ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সম্ভাবনাকে ব্যাহত করে এবং রাজনৈতিকভাবে একটি শক্তিশালী অবস্থান গড়ে তুলতে বাধা দেয় (Rahman, 2014)।

অনেক নারী জনপ্রতিনিধি সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত হলেও কার্যত তারা দ্বিতীয় শ্রেণির প্রতিনিধি হিসেবে বিবেচিত হন। অনেক ক্ষেত্রেই তাদের ক্ষমতা সীমিত থাকে এবং তারা মূলধারার রাজনীতিতে যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারেন না । সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত নারীদের অনেক সময় 'অতিরিক্ত প্রতিনিধি' হিসেবে দেখা হয়, যা তাদের নীতিনির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণে সরাসরি ভূমিকা রাখার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে।

স্থানীয় সরকারে নারীদের অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্বের প্রধান তিনটি সমস্যা

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারীদের অন্তর্ভুক্তি উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেলেও তাদের প্রকৃত ক্ষমতায়ন এখনও অনেকাংশে সীমাবদ্ধ। নারীদের কার্যকর ভূমিকা পালনের পথে তিনটি বড় চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান, যা হল প্রতীকী প্রতিনিধিত্বের বিপরীতে প্রকৃত অংশগ্রহণ, গ্লাস সিলিং বা অদৃশ্য বাধা, এবং বর্ণনামূলক প্রতিনিধিত্ব বনাম বাস্তবিক নীতিনির্ধারণে অংশগ্রহণ।

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনব্যবস্থা থাকলেও, বাস্তবে অধিকাংশ নারী জনপ্রতিনিধি কেবল প্রতীকী ভূমিকায় সীমাবদ্ধ থাকেন। তারা জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হলেও প্রকৃত রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণভাবে অংশ নিতে পারেন না (Panday, 2013)। অনেক সময় তাদের কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকতা পূরণে সীমাবদ্ধ থাকে। পুরুষ সহকর্মীরা কিংবা স্থানীয় প্রশাসন তাদের মতামতকে গুরুত্ব না দিয়ে নিজেরাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এর ফলে নারীদের অংশগ্রহণ জনগণের বাস্তব চাহিদা পূরণে কার্যকর হয়ে ওঠে না। এই পরিস্থিতি নারীদের ক্ষমতাহীনতার ধারাকে দীর্ঘায়িত করে এবং স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় লিঙ্গ বৈষম্যকে আরও প্রাতিষ্ঠানিক করে তোলে।

নারী জনপ্রতিনিধিদের প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক ক্ষমতা প্রয়োগে নানা রকম গোপন ও অদৃশ্য বাধার মুখোমুখি হতে হয়, যাকে গ্লাস সিলিং বলা হয়। তারা নির্বাচিত হয়েও অনেক সময় সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার পান না, বরং তাদের কাজ পরিচালনা করেন পুরুষ সহকর্মী, স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, এমনকি পরিবার সদস্যরাও (Roy, Howlader & Alam, 2022)। দাপ্তরিক পর্যায়ে নারীদের মতামতকে গুরুত্ব না দিয়ে তাদের প্রান্তিক করে রাখা হয়। নারী সদস্যদের অনেক সময় কম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয় এবং দাপ্তরিক বৈঠক বা উন্নয়ন প্রকল্পের সিদ্ধান্তে তাদের অংশগ্রহণকে সীমিত রাখা হয়। এই ধরনের অদৃশ্য সীমাবদ্ধতা নারীদের আত্মবিশ্বাসে আঘাত করে এবং দীর্ঘমেয়াদে তাদের রাজনৈতিক অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করে।

অনেক নারী জনপ্রতিনিধি কেবলমাত্র "বর্ণনামূলক প্রতিনিধিত্ব" হিসেবে স্থানীয় সরকারে নির্বাচিত হয়ে থাকেন অর্থাৎ তারা একটি সংখ্যা পূরণের মাধ্যমে উপস্থিত থাকলেও বাস্তব সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা নীতিনির্ধারণে তাদের সক্রিয়তা থাকে না। তারা অনেক সময় স্বামী বা পরিবারের অন্য পুরুষ সদস্যদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন, এমনকি তাদের পক্ষে অন্য কেউ দাপ্তরিক কাজও পরিচালনা করেন। ফলে জনপ্রতিনিধিত্বের বাস্তব মূল্যায়ন ভূলুণ্ঠিত হয় এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থায় নারীদের স্বাধীন অবস্থান গড়ে ওঠে না। এমন পরিবেশ নারীর ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে বাধা সৃষ্টি করে এবং স্থানীয় শাসন ব্যবস্থাকে লিঙ্গ সংবেদনশীল না রেখে পুরুষ-প্রধান করে তোলে (Prodip, 2023)।

ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের কাঠামো

ঘূর্ণায়মান পদ্ধতি বা রোটেশনাল রিজার্ভ সিস্টেম হলো একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যবস্থা, যেখানে নির্দিষ্ট সময় পরপর সংরক্ষিত আসন বিভিন্ন ওয়ার্ড বা এলাকায় পর্যায়ক্রমে বরাদ্দ করা হয়। এই পদ্ধতির মূল লক্ষ্য হলো স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার প্রতিটি অংশে নারীদের সমানভাবে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ সৃষ্টি করা। সাধারণত এ পদ্ধতিতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মোট আসনের একটি নির্দিষ্ট অংশ, যেমন- ইউনিয়ন পরিষদের মোট ওয়ার্ডের এক-তৃতীয়াংশ নারীদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়। প্রতিটি নির্বাচনী মেয়াদে নির্দিষ্টভাবে তালিকাভুক্ত করা হয় যে কোন কোন ওয়ার্ডে নারী সংরক্ষিত আসন থাকবে। পরবর্তী মেয়াদে সেই তালিকা পরিবর্তন হয়ে অন্য ওয়ার্ডগুলোতে সংরক্ষিত আসন স্থানান্তরিত হয়। যেমন, যদি প্রথম মেয়াদে ১, ২, ৩ নম্বর ওয়ার্ডে সংরক্ষিত আসন থাকে, তাহলে দ্বিতীয় মেয়াদে তা গিয়ে পড়বে ৪, ৫, ৬ নম্বর ওয়ার্ডে। এইভাবে সময়ের সাথে সাথে প্রতিটি অঞ্চলে নারীদের প্রতিনিধিত্বের সুযোগ সৃষ্টি হয়। যেসব ওয়ার্ডে নারীদের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকে, সেখানে নারীরা সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হন। এতে তাদের প্রতিনিধিত্ব কেবল প্রতীকী না থেকে বাস্তব ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং স্থানীয় সরকারে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের ক্ষমতায়নের পথ প্রশস্ত হয়।

ঘূর্ণায়মান নির্বাচন পদ্ধতির তিনটি শর্ত

নারীদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য ঘূর্ণায়মান নির্বাচন পদ্ধতি একটি সম্ভাব্য সমাধান হিসেবে নির্বাচন সংস্কার কমিশন কর্তৃক প্রস্তাবিত হয়েছে। এই পদ্ধতির মাধ্যমে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন স্থায়ী না রেখে পর্যায়ক্রমে পরিবর্তন করা হবে, যাতে তারা প্রতিটি নির্বাচনী পর্যায়ে অংশগ্রহণের সুযোগ পান। তবে এই পদ্ধতির কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে তিনটি মূল শর্ত পালন করা প্রয়োজন, যথা- নারীদের জন্য ৩৩% আসন সংরক্ষণ, স্থানীয় সরকার নির্বাচন নির্দলীয় রাখা এবং সংরক্ষিত আসন ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে বণ্টন করা।

নারীদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে কমপক্ষে ৩৩% আসন সংরক্ষণের প্রয়োজন। ক্রিটিক্যাল ম্যাস থিওরি অনুসারে, যখন কোনো সংস্থায় নারীদের প্রতিনিধিত্ব ৩০% বা তার বেশি হয়, তখন তারা রাজনৈতিকভাবে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হন । সংরক্ষিত আসন ব্যবস্থা না থাকলে অনেক নারী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে ভয় পান এবং পুরুষ প্রার্থীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা তাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে।

সংরক্ষিত আসনের পাশাপাশি নারীদের জন্য রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ, ক্যাম্পেইনিং ও নেটওয়ার্কিং-এর সুযোগ তৈরি করা জরুরি। নারীদের রাজনৈতিক দলগুলোতে কার্যকরভাবে সম্পৃক্ত করতে হবে এবং তাদের সাধারণ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য উৎসাহিত করতে হবে। এছাড়া পুরুষ সহকর্মীদের সহায়তায় নারীদের রাজনৈতিক সক্ষমতা বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া উচিত।

দলীয় রাজনীতি নারীদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের অন্যতম বড় বাধা। বর্তমানে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে দলীয় প্রভাবের কারণে নারীরা অনেক ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারেন না এবং রাজনৈতিক দলের নিয়ন্ত্রণে থাকতে বাধ্য হন। যদি স্থানীয় সরকার নির্বাচন নির্দলীয় রাখা হয়, তাহলে

নারী জনপ্রতিনিধিরা জনগণের প্রকৃত চাহিদার ভিত্তিতে কাজ করতে পারবেন এবং দলীয় প্রভাবমুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন।

রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে নারী প্রার্থীদের জন্য ন্যায্য প্রতিযোগিতার সুযোগ তৈরি করা এবং স্থানীয় পর্যায়ে তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা উচিত। দলীয় রাজনীতির পরিবর্তে ব্যক্তি উদ্যোগে প্রার্থী হওয়ার সুযোগ বাড়ানো গেলে নারীদের কার্যকর অংশগ্রহণ বাড়বে।

সর্বশেষে সকল আসন ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে বণ্টন করা। ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে প্রতি নির্বাচনি টার্মে নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে এবং পরবর্তী টার্মে সংরক্ষিত আসনগুলো পরিবর্তিত হবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি একটি ইউনিয়ন পরিষদে ১২টি ওয়ার্ড থাকে, তাহলে প্রথম টার্মে ৪টি, পরবর্তী টার্মে ৪টি এবং শেষ টার্মে বাকি ৪টি আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। এর ফলে ১৫ বছরের মধ্যে প্রতিটি আসনে নারী জনপ্রতিনিধির অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে। এই ব্যবস্থার মূল সুবিধা হলো, একটি নির্দিষ্ট এলাকায় নারীদের অংশগ্রহণ সীমিত না রেখে ধাপে ধাপে তাদের রাজনৈতিক দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা বাড়ানোর সুযোগ দেওয়া।

ঘূর্ণায়মান নির্বাচন পদ্ধতির সুবিধাসমূহ

ঘূর্ণায়মান নির্বাচন পদ্ধতি নারীদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের একটি সম্ভাবনাময় কৌশল, যা তাদের রাজনীতিতে প্রবেশের সুযোগ বাড়াবে। এই পদ্ধতির মাধ্যমে অনেক নারী প্রথমবারের মতো নির্বাচনে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন, যা তাদের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করবে এবং নেতৃত্বের অভিজ্ঞতা অর্জনে সহায়তা করবে। নারীরা জনকল্যাণমূলক কাজ, সততা, এবং কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে জনগণের সমর্থন লাভ করতে পারেন, যা ভবিষ্যতে তাদের সাধারণ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার যোগ্যতা ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করবে ।

এই পদ্ধতির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো নারী নেতৃত্বের বিকাশ। ঘূর্ণায়মান নির্বাচন পদ্ধতির ফলে ১৫ বছরের মধ্যে ইউনিয়ন পরিষদে নারীদের আসনের সংখ্যা এক-তৃতীয়াংশের বেশি হবে, যা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের দীর্ঘমেয়াদি অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে। এটি নারীদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নকে ত্বরান্বিত করবে, কারণ তারা তাদের যোগ্যতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। ফলে তারা রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কাঠামোর অংশ হয়ে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবেন।

ঘূর্ণায়মান নির্বাচন পদ্ধতির সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জসমূহ

সংরক্ষিত আসন না থাকার সময় নারী প্রার্থীরা কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখোমুখি হতে পারে। ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে সংরক্ষিত আসন পরিবর্তিত হলে, অনেক নারী প্রার্থীদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ সীমিত হয়ে যেতে পারে এবং পুরুষ প্রার্থীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা তাদের জন্য কঠিন হয়ে উঠতে পারে। ফলে যে সকল আসনে ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে আসন বরাদ্দ থাকবে না সে সকল আসনে নারী প্রার্থীরা সরাসরি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে নিরুৎসাহিত হতে পারেন।

ঘূর্ণায়মান পদ্ধতির ফলে একজন নারী জনপ্রতিনিধির জন্য পুনরায় সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত হওয়ার জন্য ১০ বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হতে পারে। এটি তাদের রাজনৈতিক ক্যারিয়ারের ধারাবাহিকতা

ব্যাহত করতে পারে। এই সময়ে তারা যদি পুরুষ প্রার্থীদের সাথে প্রতিযোগিতায় সুবিধাজনক অবস্থান তৈরি করতে না পারেন তবে এটি ধরে নেওয়া হবে ঘূর্ণায়মান নির্বাচন পদ্ধতি ব্যবস্থা যোগ্য নারী নেতৃত্ব তৈরী করতে ব্যর্থ হচ্ছে।

সংরক্ষিত আসন পরিবর্তিত হলে, দীর্ঘমেয়াদি রাজনৈতিক নারী নেতৃত্ব গড়ে তোলা কঠিন হয়ে যেতে পারে। রাজনৈতিকভাবে অভিজ্ঞ নারী নেতৃত্ব গড়ে তুলতে প্রয়োজন ধারবাহিকতা যা ঘূর্ণায়মান নির্বাচন পদ্ধতি নারীদের জন্য প্রদান করতে সক্ষম নয়। ফলে সময়ের সাথে সাথে কিছু নেতৃত্ব গড়ে উঠলেও তারা কতদিন তাদের নেতৃত্বের অবস্থান ধরে রাখতে পারবেন তা নিয়ে সন্দেহ থেকে যায়।

একটি নির্দিষ্ট নির্বাচনী এলাকায় একজন নারী একবার নির্বাচিত হওয়ার পর, সংরক্ষিত আসনের ঘূর্ণায়মান পদ্ধতির কারণে পরবর্তী নির্বাচনে তিনি আর সেই একই আসন থেকে সংরক্ষিত আসনের সুবিধা পাবেন না। এর ফলে সেই নারী প্রার্থীর জন্য ভোটারদের কাছ থেকে আগের মতো সমর্থন পাওয়া অনেক বেশি কঠিন হয়ে পড়বে। কারণ তিনি আর সংরক্ষিত প্রার্থী হিসেবে নয়, বরং সরাসরি প্রতিযোগিতার মাধ্যমে অংশগ্রহণ করতে হবে। অনেক সময় এই পরিস্থিতিতে পুরুষ প্রার্থীদের প্রাধান্য এবং রাজনৈতিক দলের অগ্রাধিকার তাকে প্রার্থী হওয়ার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত করতে পারে। তাছাড়া স্থানীয় রাজনীতিতে পুরুষদের আধিপত্য এবং নারী নেতৃত্বের প্রতি অনাস্থা অনেক ক্ষেত্রেই একজন যোগ্য নারী প্রার্থীর রাজনৈতিক ক্যারিয়ারকে বাধাগ্রস্ত করে। ফলস্বরূপ ঘূর্ণায়মান সংরক্ষিত আসনের নীতিটি যেমন একজন নারীকে একবার নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ দেয়, তেমনি পরবর্তী সময়ে টিকে থাকার ক্ষেত্রে তার রাজনৈতিক স্থায়িত্বকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে।

নির্বাচন সংস্কার কমিশন কর্তৃক প্রস্তাবিত ঘূর্ণায়মান নির্বাচন পদ্ধতির মূল উদ্দেশ্য হলো সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা সাধারণ নারীদের মধ্য থেকে নতুন নেতৃত্ব গড়ে তোলা, যাতে তারা রাজনীতির মূলধারায় প্রবেশের সুযোগ পান। এই পদ্ধতি একদিকে যেমন রাজনৈতিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণে সহায়তা করে, তেমনি নারী প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির একটি ন্যায্য মাধ্যম হিসেবেও বিবেচিত হতে পারে।

তবে এই পদ্ধতির প্রবর্তন সত্ত্বেও পরিবারতন্ত্র, প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের কিংবা স্থানীয় ক্ষমতাবান গোষ্ঠীর নারী অত্মীয়-স্বজনদেরই যদি প্রার্থী হওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পেতে দেখা যায়, তবে তা এই ব্যবস্থার জন্য বিশেষ চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিবেচিত হবে। এতে করে প্রকৃত অর্থে সাধারণ নারীদের জন্য রাজনীতিতে প্রবেশাধিকার বাধাগ্রস্ত হবে। ফলে নারীদের প্রকৃত ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে সংরক্ষিত আসনের পাশাপাশি সাধারণ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ বাড়ানো উচিত। রাজনৈতিক দলগুলোর নীতি সংস্কার, দক্ষতা উন্নয়ন, অর্থনৈতিক সহায়তা ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা জরুরি। নারীদের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হলে স্থানীয় সরকার আরও জবাবদিহিমূলক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক হবে, যা টেকসই উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য।

উপসংহার

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংরক্ষিত আসনব্যবস্থা চালু করা হলেও তা নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়ন ও রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে পুরোপুরি সফল হতে পারেনি। এই গবেষণায় বিশ্লেষণের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়েছে যে, বর্তমানে প্রচলিত সংরক্ষিত আসন

ব্যবস্থায় নারীরা নানা কাঠামোগত, সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হন। বিশেষ করে, পুরুষতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতি, দলীয় প্রভাব, প্রশাসনিক সীমাবদ্ধতা, অর্থনৈতিক দুর্বলতা, এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রতিবন্ধকতার কারণে নারীরা সংরক্ষিত আসনের মাধ্যমে নির্বাচিত হলেও তাদের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয় না। ফলে নারীর ক্ষমতায়ন মূলত প্রতীকী পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থেকে যায়।

এই প্রেক্ষাপটে ঘূর্ণায়মান নির্বাচন পদ্ধতি একটি সম্ভাবনাময় বিকল্প হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। গবেষণার আলোকে বলা যায়, যদি স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় সংরক্ষিত আসন ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে বরাদ্দ করা হয়, তাহলে নারীরা বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে কার্যকর প্রতিনিধিত্বের সুযোগ পাবেন। এতে নারীদের জনপ্রতিনিধিত্ব, স্থানীয় জনগণের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক, এবং নেতৃত্বগুণের বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

গ্রন্থপঞ্জি

Ahmed, T. (2016). The ward sabha in Bangladesh – lessons from Kerala and West Bengal. *Commonwealth Journal of Local Governance*, (19), pp.164–170. Available at: https://doi.org/10.5130/cjlg.v0i19.5452.

Ahmed, Z.A. (2020). *Women/Girl-child Education as a Means of Improving Women Participation in Politics*. Available at: https://consensus.app/papers/womengirlchild-education-as-a-means-of-improving-women-ahmed-abdullahi/547a82d645c25a38a92dc45ce31e7e02/ [Accessed 17 March 2025].

Ain o Salish Kendra (ASK), 2024. *Annual report on violence against women and children 2024*. Available at: https://www.askbd.org/ [Accessed 16 March 2024].

Ain o Salish Kendra (ASK), Bangladesh Mahila Parishad, BRAC, Odhikar and Manusher Jonno Foundation, 2024. *Joint report on violence against children and child abuse statistics in Bangladesh*. Dhaka: Human Rights Organizations. Available at: https://www.askbd.org/ [Accessed 1 March 2024].

Akhter, S. and Mahmud, G. (2021). The roles of elected female members of reserved seats in union parishads: a case study on Dhamrai upazila, Dhaka, Bangladesh. *Bangladesh Journal of Public Administration*, 29(2), pp.207–223. Available at: https://doi.org/10.36609/bjpa.v29i2.222.

Bangladesh Bureau of Educational Information and Statistics (BANBEIS) (2019). *Bangladesh education statistics 2019*. BANBEIS. Available at: http://www.banbeis.gov.bd/ [Accessed 16 March 2024].

Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) (2017). *Labour force survey 2016-17*. Dhaka: Bangladesh Bureau of Statistics. Available at: https://bbs.gov.bd/site/page/3f6c7f0b-a3f5-45d5-8b8d-963d6eb0a9d8 [Accessed 10 March 2024].

Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) (2019). *Report on literacy rate in Bangladesh*. Dhaka: Bangladesh Bureau of Statistics. Available at: https://bbs.gov.bd/ [Accessed 16 March 2024].

Bangladesh Mahila Parishad (2023). *Annual report on violence against women and children 2023*. Bangladesh Mahila Parishad. Available at: https://www.bwpf.org/ [Accessed 12 March 2024].

Bangladesh National Women Lawyers' Association (BNWLA) (2024). *Annual report on dowry violence and domestic violence 2024*. Available at: https://www.bnwla.org/ [Accessed 16 March 2024].

Bangladesh Police (2024). *Annual crime statistics report 2024*. Bangladesh Police. Available at: https://www.police.gov.bd/ [Accessed 1 March 2024].

Begum, K. (2022). Understanding the experiences of female members in Zila Parishad, Sylhet, Bangladesh. *Space and Culture, India* [Preprint]. Available at: https://doi.org/10.20896/saci.v10i2.1280.

BRAC (2022). *Survey report on child marriage in 27 districts under social empowerment and legal protection programme*. BRAC. Available at: https://www.brac.net/ [Accessed 16 March 2024].

Childs, S. & Krook, M.L. (2008). Critical mass theory and women's political representation. *Political Studies*, 56(3), pp.725–736.

Dahlerup, D. (1988). From a small to a large minority: Women in Scandinavian politics. *Scandinavian Political Studies*, 11(4), pp.275–297.

Dahlerup, D. & Freidenvall, L. (2005). Quotas as a "fast track" to equal political representation for women: Why Scandinavia is no longer the model. *International Feminist Journal of Politics*, 7(1), pp.26–48.

International Labour Organization (ILO) (2019). *Women and men in the informal economy: A statistical picture*. 3rd ed. Geneva: International Labour Organization. Available at: https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_626831/lang--en/index.htm [Accessed 15 March 2024].

Kanter, R.M. (1977a). *Some Effects of Proportions on Group Life*. *American Journal of Sociology*, 82(5), pp.965–990.

Kanter, R.M. (1977b). *Men and Women of the Corporation*. New York: Basic Books.

Krook, M.L., 2017. Violence against women in politics. *Journal of Democracy*, 28, pp.74–88. Available at: https://doi.org/10.1353/jod.2017.0007.

Lister, R. (1997). Citizenship: Towards a feminist synthesis. *Feminist Review*, 57(1), pp.28–48. Available at: https://doi.org/10.1080/014177897339641.

Momen, N. (2014). Bangladesh's regulatory framework for election standards: highlighting and addressing its weaknesses. *Yönetim Bilimleri Dergisi*, 12(24), pp.131–144.

Panday, P.K. (2013). *Women's political participation in Bangladesh: Institutional reforms, actors and outcomes*. ResearchGate. Available at: https://www.researchgate.net/publication/43055459_Women's_political_participation_in_Bangladesh_Institutional_reforms_actors_and_outcomes [Accessed 10 March 2025].

Prodip, M.A. (2021). Exclusion through inclusion: Institutional constraints on women's political empowerment in India and Bangladesh. *World Affairs*, 184, pp.213–244. Available at: https://doi.org/10.1177/00438200211013017.

Prodip, M.A. (2023). What determines quota-elected women's political empowerment in India and Bangladesh? A comparative perspective. *Gender, Technology and Development*, 27, pp.287–317. Available at: https://doi.org/10.1080/09718524.2022.2144104.

Rahman, M.M. (2014). Perceptions and major challenges of women leaders in the lowest level local government in Bangladesh: unheard voices and realities from the grassroots. *Journal of Public and Private Management*, 21(2), pp.5–5.

Rahman, M.M., Mahmud, K., Rahman, M.T. and Islam, M.S. (2022). Challenges of rural women entrepreneurs in Bangladesh to survive their family entrepreneurship: a narrative inquiry through storytelling. *Journal of Family Business Management*, 13(3), pp.645–664. Available at: https://doi.org/10.1108/JFBM-04-2022-0054.

Roy, T., Howlader, M.H. and Alam, Q.M. (2022). Women representatives in Union Parishad of Bangladesh. *Khulna University Studies* [Preprint]. Available at: https://doi.org/10.53808/kus.2013.11and12.1223-s.

Rule, W. and Zimmerman, J.F. (1994). *Electoral systems in comparative perspective: Their impact on women and minorities*. London: Bloomsbury Academic.

United Nations (1995). *Fourth World Conference on Women: Platform For Action (PFA)*. Division for the Advancement of Women, Department of Economic and Social Affairs, United Nations, September.